খ্রীস্টীয় বাধ্যতা

(Christian Obedience)

আদিপুস্তক ৩৪ অধ্যায় ৯-৯২ পদ

৩৪ অধ্যায়ে, লেয়ার কন্যা দীণা ও শিখিম নগরবাসীদের মধ্যে যে ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তাকে আমরা প্রায়ই এড়িয়ে যেতে চাই। তাই, এই ঘটনার উপর বেশি প্রচার আমরা শুনতে পাই না। ছোটদের জন্য বাইবেলের গল্পেও আমরা এই ঘটনার কথা দেখতে পাই না। ধারাবাহিক ব্যক্তিগত পাঠেও আমরা যখন এই অধ্যায়ে এসে উপস্থিত হই, তখন একে বাদ দিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে যেতে আমাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু ২তীমথিয় ৩:১৬ পদে পৌল লিখেছে, ***"ঈশ্বর-নিশ্বসিত প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের জন্য উপকারী।"*** এখন, আদিপুস্তক ৩৪ অধ্যায়ও ঈশ্বর-নিশ্বসিত শাস্ত্রলিপি হওয়ায়, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, এর মধ্যেও শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের ও শাসনের বিষয় বর্তমান।

ক। প্রেক্ষাপট:

এই অধ্যায়ে যে ঘটনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঠিক উপলব্ধি করতে হলে, আমাদের এর প্রেক্ষাপট দেখতে হবে। পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে, আমরা যাকোবকে তার দুর্বলতা সত্ত্বেও জয়লাভ করতে দেখেছি। যাকোব ঈশ্বরের সঙ্গে ও মানুষের সঙ্গে লড়াই করেছে, এবং জয়লাভ করেছে (৩২:২৮)। প্রথমত, সে ঈশ্বরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছে এবং ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়েও প্রাণে বেঁচেছে। দ্বিতীয়ত, সে তার দাদা এষৌ ও তার সঙ্গে ৪০০ জনের মুখোমুখি হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। এই দুটি ঘটনার মধ্যে কোনও একটিতে যাকোব সবল পরিস্থিতির অধিকারী ছিল না, নিজের দুর্বল পরিস্থিতির মধ্যে ও দুর্বল পরিস্থিতির মাধ্যমে সে জয় লাভ করেছিল।

আর এইভাবে যাকোবের ন্যায় অপব্যয়ীর ঘরে ফেরাকে দেখে আমরা মনে করতে পারি যে, এই অধ্যায়ে আমরা তার সুখী সমাপ্তি দেখতে পাব। আমরা তার দাদা এষৌকে দেখেছি, সে ছুটে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছে, তাকে জড়িয়ে ধরেছে ও তাকে চুম্বন করেছে। তাহলে, আমরা আশা করতে পারি, যাকোব তার অবশিষ্ট জীবন তার দাদার সঙ্গে সুখে কাটিয়েছিল। কিন্তু ৩৪ অধ্যায়ে যে ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে, তা আমাদের আশাভঙ্গ করে। আমাদের চিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা এখানে ঘটেছে। এর থেকে আমরা যে সত্য উপলব্ধি করি, তা হল, আমাদের বাস্তব জীবন সর্বদাই গল্প-উপন্যাস থেকে অনেক জটিল।

২৮ অধ্যায়ে যাকোব বেথেলে ঈশ্বরের কাছে মানত করে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিল যে, ঈশ্বর যদি তার যাত্রায় সহবর্তী হন, তাকে রক্ষা করেন ও কনানে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন, তাহলে সে বেথেলে পুনরায় ফিরে আসবে, ও সেখানে ঈশ্বরের গৃহ স্থাপন করবে (২৮:২০-২২)। কিন্তু এখানে আমরা যাকোবকে দেখতে পাচ্ছি, বেথেল নয়, প্রথমে সুক্কোত ও পরে শিখিমে যাকোব সময় কাটাচ্ছে। দেখে মনে হয়, যাকোবের মনে জগৎ বেশ শক্ত ঘাঁটি গেড়েছে। যাকোব প্রথমবারের জন্য নিজেকে সবল পরিস্থিতির মধ্যে দেখতে শুরু করেছে। যাকোব বেশ ধনী হয়েছে, এবং সুক্কোতের বিস্তৃর্ণ অঞ্চল তার চোখকে আকৃষ্ট করেছে। অন্যদিকে, শিখিম নগরে ব্যবসা-বানিজ্যের সুযোগ সুবিধা যাকোবকে আকৃষ্ট করেছে। অব্রাহাম যেমন কনানে বিদেশীর জীবন যাপন করেছিল, সর্বদা নিরাপত্তাহীনতা উপলব্ধি করেছিল, ও সর্বদা অন্যের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করেছিল, যাকোবও এতকাল সেই জীবন যাপন করেছে। কিন্তু এর দ্বারা যাকোব এখন ক্লান্ত। তাই যাকোবকে আমরা অব্রাহামের বিপরীত আচরণ করতে দেখি: অব্রাহাম যদিও সারাকে কবর দেবার জন্য কেবল এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করেছিল (২৩:৮-৯), যাকোব কিন্তু সেখানে বসবাসের জন্য ভূমি ক্রয় করেছে (৩৩:১৯)। অর্থাৎ, যাকোব আর লড়াই করতে চায় না, এবার হাঁফ ছেড়ে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, তার অবশিষ্ট জীবন উপভোগ করতে চায়, তার যাত্রা শেষ হয়েছে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

খ। জগতের সঙ্গে আপোস করার মধ্যে বিপদ:

এইভাবে যাকোব যখন শান্তিতে তার অবশিষ্ট জীবন যাপনে ব্রতী হয়েছে, যখন সে প্রতিজ্ঞাত দেশে উপস্থিত হয়েছে, তখন সে যে বিপদের মুখোমুখি হয়েছে, তা হল, জগতের সঙ্গে আপোস করার বিপদ। বিষয়টি উপলব্ধি করতে হলে, এই ঘটনার কথা প্রথম কোন্ পাঠকদের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল, তা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। আমরা জানি, আদি, যাত্রা, লেবীয়, গণনা, ২য় বিবরণ, এই পঞ্চপুস্তকের লেখক হলেন মোশি এবং তা তিনি ইস্রায়েলের সেই নতুন প্রজন্মের প্রতি লিখেছিলেন, যাদের জন্ম হয়েছিল প্রান্তরে ও যারা সেই সময় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের দোড়গোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছিল।

কনানে প্রবেশ করার পর, তারা কোন্ ধরণের বিপদের মুখোমুখি হবে, তা ৩৪ অধ্যায়ের ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে মোশি তাদের কাছে তুলে ধরেছে। এই ঘটনার বর্ণনার দ্বারা মোশি তাদের বলতে চেয়েছে, *"তোমরা বিগত ৪০ বৎসর প্রান্তরে অনেক সমস্যার মুকাবিলা করেছ। এই যাত্রা ছিল খুব কঠিন। তোমরাও মনে মনে এমন কথা ভাবছ যে, প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ পাবার জন্য তোমরাও যাকোবের ন্যায় ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছ। আর কয়েক দিন পর তোমরা সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করবে। আর তোমরাও যে কথা ভাবতে প্রলুব্ধ হবে, তা হল, এতকাল আমরা অনেক কষ্ট করেছি, এবার বিশ্রাম নেবার সময় এসেছে। কিন্তু সেই চিন্তাকে প্রস্রয় দিও না। প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করে আত্মরক্ষার প্রস্তুতিসমূহকে বিসর্জন দিও না। কারণ সেখানেও মহাবিপর্যয় আসতে পারে। মনে রেখ, এই পৃথিবীর মাটিতে আমাদের বসবাসের কোনও নগর নেই। যতকাল আমরা এই পৃথিবীর মাটিতে আছি, আমরা যেন সজাগ যাত্রীকের জীবন যাপন করি। আমরা যেন কখনও লক্ষ্য অর্জনের আত্মতুষ্টিতে না ভুগি, বা বিশ্রাম নেবার কথা চিন্তা না করি। আমরা যেন সর্বদা পূর্ণ বাধ্যতার উদ্দেশে ধাববান হই''* (ফিলিপীয় ৩:১২-১৪)।

অবশ্য, যাকোব যে ঈশ্বরের প্রতি কোনও বাধ্যতাই প্রকাশ করেনি, তা নয়। কারণ, সে শিখিমে যজ্ঞবেদি নির্মাণ করে তার নাম এল-এলোহে-ইস্রায়েল (ইস্রায়েলের ঈশ্বরই হলেন সর্বশাক্তিমান ঈশ্বর)। কিন্তু শিখিমের পরিবর্তে বেথেলে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণ করার প্রতিজ্ঞা সে করেছিল। আবার, যাকোবের কাছে যে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তিনি যাকোবের ব্যক্তিগত মালিকানার ঈশ্বর নন যে, তাকে যে কোনও নামে ডাকা সম্ভব। ঈশ্বর নিজেকে যাকোবের কাছে ***এল- এলোহে- ইস্রায়েল*** হিসাবে নয়, কিন্তু ***এল-বেথেল*** হিসাবে প্রকাশ করেছেন। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, **যাকোবের বাধ্যতা সম্পূর্ণ ছিল না, তা ছিল আংশিক। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর আমাদের আংশিক বাধ্যতায় সন্তুষ্ট নন, তিনি চান পূর্ণ বাধ্যতা**। আর তাই, যাকোবকে পূর্ণ মাত্রায় বাধ্য করতে ঈশ্বর যাকোবের জীবনে এই ঘটনাকে অনুমতি দিচ্ছেন, যা জগতের সঙ্গে তার আপোসের পরিণাম। সদোমের অনৈতিক জীবনের সঙ্গে লোটকে আপোস করতে দেখে, ঈশ্বর যেমন হস্তক্ষেপ করেছিলেন; ঠিক একই ভাবে এখানে যাকোবের জীবনেও ঈশ্বর হস্তক্ষেপ করেছেন।

আমাদের জীবনেও এই কথা একই ভাবে প্রযোজ্য। শয়তান সব সময় আমাদের জগতের সঙ্গে আপোস করতে প্রলুব্ধ করে। যে কথা বলে শয়তান আমাদের সর্বদা পথভ্রষ্ট করতে প্রলুব্ধ করে, তা হল, আমাদের পাপ কখনও ধরা পড়বে না, কিংবা আমাদের পাপের পরিণাম আমাদের ভোগ করতে হবে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শয়তান ***সত্যে থাকে না, তার মধ্যে সত্য নেই; সে যখন মিথ্য বলে, তখন নিজের থেকেই বলে; কারণ সে মিথ্যবাদী ও তার পিতা*** (যোহন ৮:৪৪)। পাপ সর্বদাই পরিণাম সঙ্গে করে আনে, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় মারাত্মক। বিশ্বাসী আমরা যদি শয়তানের কথা শুনে পাপের কাছে নতিস্বীকার করি, তাহলে আমাদের তার পরিণাম ভোগ করতে হবে। **কারণ, ঈশ্বর আমাদের এত ভালোবাসেন যে, তিনি চান না আমরা পাপের দ্বারা কবলিত হই। তাই, ঈশ্বর ভালোবাসার পিতার ন্যায় আমাদের শাসন করেন, যেন আমরা আমাদের পাপ থেকে ফিরি**। তাই, কখনও কখনও তিনি আমাদের পাপের ভার আমাদের বহন করতে দেন, যেন আমরা আমাদের পাপ থেকে ফিরি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অনেক সময় যদিও আমাদের পাপের ভার বহন

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমাদের ইতিবাচক ফল দেয়; আবার অনেক সময় তা আমাদের ও আমাদের সন্তানদের প্রতি চরম আঘাত আনে। আজ ব্যভিচার ও বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিণাম হিসাবে অসংখ্য পরিবার ধ্বংস হয়ে চলেছে। যাকোবের ক্ষেত্রে, সে তার পূর্ণ বাধ্যতা থেকে মাত্র ২০ মাইল দূরে থাকায়, তার পাপের পরিণামে দীণা ভ্রষ্ট হয়েছে, গণহত্যা চলেছে, সঙ্গে লুঠতারাজ।

গ। দীণা ভ্রষ্ট হল:

এই ঘটনার শুরু হয়েছে দীণাকে দিয়ে। ১ পদে বলা হয়েছে, *"আর লেয়ার কন্যা দীণা, . . . সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেল।"* হিব্রু ভাষায় এই পদের যে বর্ণনা, তা থেকে বলা যায় যে, এটি কোনও প্রতিদিনের আচরণ ছিল না, কিন্তু এটি একটিমাত্র নির্দিষ্ট ঘটনা। ধরা যেতে পারে, দীণা সেই দেশের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে চেয়েছিল। কিন্তু এই অজ্ঞানতার কৌতুহল বসত আচরণ মহাবিপর্যয় ডেকে এনেছিল। সেই দেশের কন্যাদের সঙ্গে পরিচিত হবার পরিবর্তে, সেই নগরের প্রশাসক হমোরের পুত্র শিখিম তাকে দেখতে পেল। প্রথম পাপের ন্যায় (আদি ৩:৬), শিখিমও *"তাকে দেখে, তাকে চুরি করল, তার সঙ্গে শয়ন করল, তাকে ভ্রষ্ট করল"* (২ পদ)।

২শমূয়েল ১৩ অধ্যায়েও আমরা একই ধরণের একটি ভ্রষ্টাচারের ঘটনার বর্ণনা পাই, যেখানে অম্মোন অসুস্থতার ভান করে তার বিমাত্রীয় বোন তামরকে ভ্রষ্ট করেছিল। কিন্তু সেই ঘটনা এবং এই অধ্যায়ের ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আছে। বাইবেল বলে, *"তামরকে ভ্রষ্ট করার পর, সে তাকে যেরূপ প্রেম করেছিল, তার থেকে বেশি ঘৃণা করতে লাগল"* (২শমূ ১৩:১৫)। কিন্তু এখানে দীণাকে ভ্রষ্ট করার পর শিখিম দীণার প্রতি অনুরক্ত হল, তাকে প্রেম করল ও মিষ্টি কথা বলল (আদি ৩৪:৩)। শিখিম দীণাকে কেবল যৌন ইচ্ছা চরিতার্থ করার পাত্র জ্ঞান করেনি, সে দীণাকে বিয়ে করতে চেয়েছে এবং সে কথা তার পিতাকে বলেছে (৪ পদ)।

একজন যুবতীকে ভ্রষ্ট করার পর, তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা আমাদের কাছে অদ্ভূৎ লাগে। একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আমাদের চিন্তায় একে মেনে নেওয়া কঠিন। কিন্তু আমরা যখন এই ঘটনাকে অম্মোন ও তামরের ঘটনার সঙ্গে তুলনা করি, তখন আমরা অন্য চিন্তা করতে বাধ্য হই। ভ্রষ্ট হবার পর তামর কিন্তু অম্মোনের সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা করেছিল (২শমূ ১৩:১৬)। কারণ, সেই সময় সেই সমাজে ভ্রষ্ট হবার পর, চিরকাল একা থাকার পরিবর্তে, সেই ভ্রষ্টাচারীর সঙ্গে বাস করা ছিল অধিক গ্রহণীয়। যাইহোক, শিখিমের কথার মধ্যে আমরা অন্তত যে বিষয়টি দেখতে পাচ্ছি, তা হল, ইন্দ্রিয়দমন করতে না পেরে সে যে অপরাধ করেছে, সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে আগ্রহী।

ঘ। হমোরের প্রস্তাব:

৫ পদে বলা হয়েছে, *"যাকোব শুনল, সে তার কন্যা দীণাকে ভ্রষ্ট করেছে; ঐ সময় তার পুত্ররা মাঠে পশুপালের সঙ্গে ছিল; আর যাকোব তাদের আগমন পর্যন্ত মৌন থাকল।"* অর্থাৎ, এমন ঘটনার কথা শুনেও যাকোব তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইতস্তত করেছে, পুত্রদের আগমনের অপেক্ষা করেছে। দীণা যদি লেয়ার কন্যা না হয়ে, রাহেলের কন্যা হত, তাহলে কি যাকোব এমন কাজ করতে পারত? যাইহোক, শীঘ্র ব্যবস্থা নিতে যাকোব ব্যর্থ হলেও, তার পুত্ররা যখন সেই সংবাদ পেল, তাদের প্রতিক্রিয়া কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ৭ পদে বলা হয়েছে, *"তারা ক্ষুব্ধ ও অতি ক্রোধান্বিত হয়েছিল, কারণ যাকোবের কন্যার সঙ্গে শয়ন করে শিখিম ইস্রায়েলের মধ্যে বোকার কাজ ও অকর্তব্যের কাজ করেছে।"* এই কথার অর্থ, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কাজ কখনও উচিৎ নয়। অবশ্যই, এমন কাজ কখনও কাম্য নয়। কিন্তু সত্য হল, পাপে পতিত এই পৃথিবীতে এমন অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রায়ই ঘটে, বিশেষত আমরা যখন অবিশ্বাসীদের মধ্যে (৩৩:১৮) আপোসকারী জীবনকে বেছে নিই।

৬ পদে বলা হয়েছে, *"পরে শিখিমের পিতা হমোর যাকোবের সঙ্গে কথা বলতে গেল।"* যাকোবের কাছে এসে দীণার সঙ্গে শিখিমের বিয়ের বিষয় হমোর যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা কিন্তু কেবল একটি বিবাহের থেকে অনেক বেশি: ইস্রায়েলীয় ও শিখিমীয়রা মিশে গিয়ে এক গোষ্টি হবার প্রস্তাব। ৯-১০ পদে হমোর বলেছে, *"তোমরা আমাদের*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সঙ্গে কুটুম্বিতা কর, তোমাদের কন্যাদের আমাদের দাও, এবং আমাদের কন্যাদের তোমরা গ্রহণ কর। আর আমাদের সঙ্গে বাস কর, এই দেশ তোমাদের সামনে থাকল, তোমরা এখানে বসতি ও বাণিজ্য কর, এখানে অধিকার গ্রহণ কর।'' আদি ১৩:৯ পদে অব্রাহাম থেকে লোটের পৃথকীকৃত হবার জন্য যে বাক্য কাজ করেছিল, তা হল: *''তোমার সামনে কি সমস্ত দেশ নেই।''* এখানে কিন্তু সেই একই কথা দুটি পরিবারকে এক সূত্রে গাঁথতে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজ কথায়, হমোর যাকোবকে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তা হল, প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকারের সর্টকাট পথ হল অবিশ্বাসী কন্যাদের সঙ্গে বিবাহ।

শিখিমও দীণার প্রতি যে অপরাধ করেছে, তা যাকোব ও তার পুত্রদের কাছে স্বীকার করেছে, এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার অঙ্গীকার পর্যন্ত করে বলেছে: *''আমার প্রতি তোমাদের অনুগ্রহ দৃষ্টি দাও; তা হলে, তোমরা যা বলবে, তাই-ই দেব। যৌতুক ও দান যত বেশি চাইবে, তোমাদের কথানুসারে তাই-ই দেব; কোনও মতে আমার সঙ্গে ঐ কন্যার বিয়ে দাও''* (১১-১২ পদ)। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা শিখিমের ন্যায় যাকোবকে একই ভাবে এষৌর কাছে ক্ষমা ও অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে দেখেছি। যাকোব যদিও দাদা এষৌর কাছ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহ দুই-ই পেয়েছিল, সে কি এখানে শিখিমকে সেই ক্ষমা ও অনুগ্রহ দিতে পারবে?

কিন্তু আমরা যখন হমোরের এই প্রস্তাবকে ভালো করে চিন্তা করি, তখন উপলব্ধি করি যে, যাকোব ও তার সন্তানদের পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা কখনও সম্ভব নয়। সেই দেশের বসবাসকারীদের সঙ্গে বিবাহের দ্বারা সেই দেশ অধিকার কবার কথা নয়। পরিবর্তে, তা ঈশ্বরের উপহার হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। শিখিমের পাপ ক্ষমা করা সম্ভব ছিল, উভয় গোষ্ঠির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়াও সম্ভব ছিল; যেমন এষৌর সঙ্গে করা হয়েছে। কিন্তু অব্রাহামকে তার দেশ, জ্ঞাতিকুটুম্ব ও পৈত্রিক বাটি থেকে পৃথক করে কনানে নিয়ে আসার উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের পৃথকীকত গোষ্টি হিসাবে সেই প্রতিজ্ঞাত দেশে তারা যেন তাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। এখন, এই সত্য তারা খোলাখুলি ভাবে শিখিম বা তার পিতা হমোরকে বলতে পারত।

আর তা যদি তারা করত, তাহলে তারা প্রকৃত অর্থে তাদের পার্শবর্তী জাতিদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠতে পারত। তারা যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, শিখিম ও হমোরকে তাঁর বিষয় তারা সাক্ষ্য দিতে পারত; সেই ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা তাদের বলতে পারত, এবং সেই প্রতিজ্ঞা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা-ও বলতে পারত। তারা শিখিমকে সেই ঈশ্বরের আরাধনা করতে আহ্বান জানাতে পারত, এবং তার দ্বারা সেই বিশ্বাসী-গোষ্টির অংশ হতে শিখিমকে আমন্ত্রণ জানাতে পারত।

ঈশ্বরের প্রজারা যদিও অবিশ্বাসীদের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত না, কিন্তু তাদের অতীত জীবনের দেব-দেবীদের ত্যাগ করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, ঈশ্বরের সন্তান হবার দ্বার প্রথম থেকেই তাদের জন্য খোলা ছিল। এরই ফলস্বরূপ, আমরা রাহাব বা রূতের উদাহরণ দেখতে পাই। সেই সত্য মেনে যাকোব যদি শিখিব ও হমোরের প্রতি ব্যবহার করত, তাহলে যাকোব তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে পারত। যারা অনুতাপে ও বিশ্বাসে তাঁর কাছে আসে, তিনি যে তাদের প্রতি সর্বদা তাঁর অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রদর্শন করে থাকেন, সেই সুসমাচার যাকোব সেদিন তাদের কাছে উপস্থাপিত করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু যাকোব ও তার সন্তানরা সেই সাক্ষ্যদানে ব্যর্থ হয়েছে। আজ আমাদের আচরণ কেমন?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com